100

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, মেয়েদেরকে উৎসাহিত করতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তাই সরকারকে বলতে চাই দেশের এবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাগুলো কি এর আওতায় নয়— বছরের পর বছর ধরে তারা সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা কি বাংলাদেশী মানুষ নয়— তারা বাংলা, ইংরেজী পড়াতে পারে না? একটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় কি একটা এবতেদায়ী মাদ্রাসা, বই-পুস্তক, চেয়ার-বেঞ্চ, বেতন, ঘর ইত্যাদি পাচ্ছে? মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণই করা হচ্ছে। জাতীয় সংসদে আপনি বলেছেন যে, বাংলাদেশ এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬ হাজার, সে তুলনায় সরকারী, বেসরকারী, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি কম, না বেশী।

স্বৈরাচারী সরকার তবুও প্রতিটি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা শিক্ষক বেতন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার খুবই দরদী। এতদিন যাবৎ অনাহারে রেখে নতুন সার্কুলার অনুযায়ী ইউনিয়ন প্রতি ১টি করে মাদ্রাসা নেয়া হচ্ছে, তবে বাকীগুলোর শিক্ষকরা কি হাওয়া খাবেন? মরহুম প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি নজর দিয়েছিলেন হেতু সেই পথ ধরে আমরাও বিএনপি সরকারকে ভোট দিয়েছিলাম। কিন্তু তার সেই আদর্শ এ সরকার পালন করেননি। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করলে মোল্লা, মৌলভী হবে আর কিছু হতে পারে না! আমরা মুসলমান কুরআন-হাদিস জানার জন্য প্রথমেই মক্তব-মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েদের দেয়া উচিত ভেবে অভিভাবকরা সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেই। কেননা, নবী বা আরবের ভাষা আরবী, কবরের ভাষা আরবী, জান্নাতের ভাষাও হবে আরবী। তাই দেশের সমস্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জাতীয়করণসহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আহবান জানাচ্ছি।

—মোঃ জয়নুল আবেদীন,
মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর।